আল্লাহর ওলীদের ফজিলতে ৪০ হাদিস

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

আল্লাহ বলেন,
﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) ﴾ يونس

"সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলিদের (বন্ধুদের) কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। তারা এমন লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করত। তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হয় না। এটিই তো চূড়ান্ত সফলতা।"

আবু যার আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা (যুহদ) মানে এই নয় যে, হালালকে হারাম করে ফেলো, বা সম্পদ নষ্ট করো। বরং দুনিয়াতে যুহদ হলো— তোমার হাতে যা আছে, তার উপর তোমার ভরসা যেন আল্লাহর হাতে যা আছে তার চেয়ে বেশি না হয়। আর যখন কোনো বিপদে পড়ো, তখন সেই বিপদের প্রতিদান ও সওয়াবের প্রতি তোমার আগ্রহ যেন বেশি হয়, এই চিন্তা নিয়ে যে, যদি ওই বস্তু তোমার কাছেই রয়ে যেত।"
হিশাম বলেন, "আবু ইদ্রিস আল-খাওলানি এই হাদীসের তুলনা করতেন বিশুদ্ধ স্বর্ণের সাথে, যেমন খাঁটি সোনা মধ্যে ইব্রীজ। [1]

[1] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস ৪১০০।

ইমাম জাফর আস-সাদিক (ওফাত ১৪৮ হিঃ) রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

مَنْ عَاشَ فِي ظَاهِرِ الرَّسُولِ فَهُوَ سُنِّيٌّ , وَمَنْ عَاشَ فِي بَاطِنِ الرَّسُولِ فَهُوَ صُوفِيٌّ

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহ্যিক জীবনের অনুসরণে জীবন যাপন করে, সে হচ্ছে একজন সুন্নি, আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর্নিহিত জীবনের অনুসরণ করে, সে হচ্ছে একজন সুফি।"

ইমাম হাফিজ আবূ নাঈম বলেন,

وَأَرَادَ جَعْفَرٌ بِبَاطِنِ الرَّسُولِ ﷺ أَخْلَاقَهُ الطَّاهِرَةِ , وَاخْتِيَارَهُ لِلْآخِرَةِ , فَمَنْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ الرَّسُولِ ﷺ ,وَتَخَيَّرَ مَا اخْتَارَهُ , وَرَغِبَ فِيمَا فِيهِ رَغِبَ , وَتَنَكَّبَ عَمَّا عَنْهُ نَكَبَ , وَأَخَذَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبَ , فَقَدْ صَفَا مِنَ الْكَدَرِ , وَنُجِّيَ مِنَ الْعَكَرِ , وَنُجِّيَ مِنَ الْغِيَرِ , وَمَنْ عَدَلَ عَنْ سَمْتِهِ وَنَهْجِهِ , وَعَوَّلَ عَلَى حُكْمِ نَفْسِهِ وَهَرَجِهِ , وَسَعَى لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ , كَانَ مِنَ التَّصَوُّفِ خَالِيًا , وَفِي التَّجَاهُلِ سَاعِيًا , وَعَنْ خَطِيرِ الْأَحْوَالِ سَاهِيًا

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "অন্তরের অনুসরণ" বলতে বুঝিয়েছেন—

তাঁর পবিত্র চরিত্র, আখলাক, আখিরাতকেন্দ্রিকতা এবং দুনিয়া থেকে বিমুখতা।

অতএব, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রে নিজেকে গঠিত করে, তাঁর পছন্দকে নিজের পছন্দ বানায়, তাঁর রুচিতে রুচি রাখে, যে কাজ থেকে তিনি মুখ ফিরিয়েছেন, সেও সেদিকে ফিরেও তাকায় না, যে দিকে তিনি আহ্বান করেছেন, সেটিকে আঁকড়ে ধরে— তাহলে সে হয়ে যায় পরিষ্কার কাঁচের মতো স্বচ্ছ, সে মুক্ত থাকে মনের মলিনতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে, সে রক্ষা পায় নাফস ও শয়তানের ধোঁকায় পতিত হওয়ার ভয়াবহতা থেকে।

আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ পথ ছেড়ে দিয়ে, নিজের মন ও প্রবৃত্তির অনুসরণে চলে, পেট ও কামনাকে কেন্দ্র করে জীবন গড়তে চায়—

সে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির কোনো সৌন্দর্যই অর্জন করেনি, বরং অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং আত্মিক ধ্বংসের আশঙ্কার মধ্যেই রয়েছে। [2]

ইমাম শাফী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ২০৪ হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، فَلَا تَعْتَبِرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

"তোমরা যদি কোনো ব্যক্তিকে পানি উপর দিয়ে হাঁটতে দেখো, কিংবা আকাশে উড়তে দেখো — তাহলেও তাকে গুরুত্ব দিও না, যতক্ষণ না তার কার্যকলাপ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাচাই করে নাও।" [3]

সুলতানুল আরিফীন আবু ইয়াযিদ আল-বুস্তামী (ওফাত ২৬১ হিঃ) রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

للهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ يَمْشُوْنَ عَلَى المَاءِ، لاَ قِيْمَةَ لَهُمْ عِنْدَ الله، وَلَوْ نَظَرْتُم إِلَى مَنْ أُعْطِيَ مِنَ الكَرَامَاتِ حَتَّى يَطِيْرَ، فَلاَ تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَرَوا كَيْفَ هُوَ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَحِفْظِ الحُدُوْدِ وَالشَّرْعِ

"আল্লাহর এমন অনেক সৃষ্টি আছে যারা পানির উপর দিয়ে হাঁটে, তবে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। আর যদি তোমরা এমন কাউকে দেখো যার নিকট এমন সব কারামত রয়েছে, যে সে আকাশে উড়তে পারে—তবুও তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না, যতক্ষণ না দেখো সে

[2] হাফিজ আবূ নাঈম, ওফাত ৪৩০ হি, হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০
[3] আবুল ইজ্জ দিমাশকী (ওফাত ৭৯২ হিঃ), শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬৯, আর-রিসালাহ, ১৯৯০ ইং।

কিভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, হালাল-হারামের সীমারক্ষা করে, এবং শরীয়তের বিধানকে সম্মান করে। [4]

তাসাউফ কী?

তাসাউফ (تصوف) হল দ্বীনের তিনটি স্তরের (ইসলাম, ঈমান, ইহসান) মধ্যে একটি স্তর — ইহসান।

এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা, যেমন ফিকহ ও নাহুর (ব্যাকরণ) জ্ঞান।তাসাউফেরও নিজস্ব মাযহাব, মাদ্রাসা, ও ইমামগণ রয়েছেন। এই ইল্মকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়, যেমন:

1. তাসাউফের জ্ঞান (علم التصوف),
2. তাযকিয়া/আত্মশুদ্ধির জ্ঞান (علم التزكية),
3. আখলাকের জ্ঞান (علم الأخلاق),
4. চরিত্র গঠনের জ্ঞান (علم السلوك)।

তাসাউফ হলো...

- আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার।
- চরিত্র, কোনো চাকরি বা পদ নয়।
- একনিষ্ঠতা, কোনো সিংহাসন বা ক্ষমতা নয়।
- আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সাথে উত্তম ব্যবহার, এটি অহংকার বা অনুসারীদের সংখ্যা নয়।
- রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান চরিত্র — কোনো উপহার বা দুনিয়াবি সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার নয়।

[4] ইমাম যাহাবী (ওফাত ৭৪৮ হিঃ), সিয়ার আলামিন নুবালা,

- আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের ভালোবাসা, দুনিয়া, গোমরাহ ও গজবপ্রাপ্তদের ভালোবাসা নয়।
- তাসাউফ হচ্ছে ইহসান — আল্লাহকে এমনভাবে ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, বা অন্তত বুঝছো তিনি তোমাকে দেখছেন।
- তাসাউফ হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ (مراقبة الله).
- তাসাউফ হলো আল্লাহর দিকে আত্মিক সংযুক্তি ও আধ্যাত্মিকতা, ভ্রান্ত রাহবানিয়াত (জগৎ ত্যাগ) বা কুসংস্কার নয়।
- তাসাউফ হলো ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি।
- তাসাউফ হলো প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্তে ইহসানের সাথে অর্থাৎ সুন্দরতম পন্থায় সম্পাদন করা।

সারী আস-সাক্বত্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

التَّصَوُّفُ خُلُقٌ كَرِيمٌ , يُخْرِجُهُ الْكَرِيمُ إِلَى قَوْمٍ كِرَامٍ

তাসাউফ হলো এক মহৎ চরিত্র, যা মহান দাতা আল্লাহ তাআলা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষদের মাঝে প্রকাশ করেন।

ইবনু খালদূন বলেন,
সপ্তদশ অধ্যায়: তাসাউফের জ্ঞান সম্পর্কে
এই জ্ঞানটি (তাসাউফ) শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত একটি জ্ঞান, যা মুসলিম উম্মাহর ভিতরে পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে, তবে এর মূল ভিত্তি ও রীতি ছিল সাহাবা, তাবেঈন এবং তাদের পরে আসা উম্মতের বড়দের মাঝে। এই পথই ছিল হক ও হেদায়াতের পথ।
এবং এর মূলনীতি হলো:

- ইবাদতে নিমগ্ন থাকা,
- আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা,
- দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া,
- মানুষজন যেসব ভোগ-বিলাস, সম্পদ ও মর্যাদার পেছনে ছুটে— তা থেকে বিরত থাকা,
- এবং খালওয়াত (একান্ত নির্জনতা)-এর মাধ্যমে মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে একাকী হয়ে ইবাদতে রত থাকা।

এই মানসিকতা **সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীনদের মাঝে ব্যাপক ছিল**।

কিন্তু যখন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী ও তার পর থেকে দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে থাকে, মানুষ দুনিয়াবি সম্পর্ক ও সম্পদের সাথে জড়িয়ে পড়ে— তখন যারা ইবাদত ও আল্লাহর দিকে ঝুঁকে ছিল, তাদেরকে **"সুফি"** নামে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হতে থাকে।[5]

এই বিষয়ে আমি আরো সবিস্তারে আলোচনা করেছি আমার "আত তাসাউফ ওয়াল মুহাদ্দিসূনা মিনাস সূফিয়্যাহ" (التصوف والمحدثون من الصوفية) নামক কিতাবে।

আল্লাহর ওলীদের ফজিলত বিষয়ে ৪০ হাদিস

[5] ইবনু খালদূন, ওফাত ৮০৮ হিঃ, তারিখে ইবনে খালদূন, খন্ড ১, পৃঃ ৬১১।

আল্লাহ যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন
হাদিস ১

روى البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ قَالَ **مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا** فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,
আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমার বান্দা যে সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে।

সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি। [6]

হাদিস ২

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: **مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا**، فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলিকে (বন্ধুকে) অপমান করে, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আমার বান্দা এমন কিছু দিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে পারে না, যা আমার উপর ফরজকৃত আমলগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয়। আর সে ক্রমাগত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা তাকে দান করি। যদি সে আমাকে ডাক দেয়, আমি তাকে সাড়া দেই।

আমি কোনো কাজ করতে গিয়ে এতটা দোদুল্যমান হই না, যতটা আমি দ্বিধাগ্রস্ত হই একজন মুমিনের মৃত্যু নিয়ে, কারণ সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তাকে কষ্ট দিতে অপছন্দ করি।" [7]

হাদিস ৩

[6] বুখারী, হাদিস ৬৫০২

[7] মুসনাদ ইমাম আহমাদ, হাদিস ২৬১৯৩

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي، فَقَالَ :مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ :يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، قَالَ :وَمَا سَمِعْتُهُ؟ قَالَ :سَمِعْتَهُ يَقُولُ :

إِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى وَلِيَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وقال الذهبي: صحيح

যাইদ ইবন আসলামের পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে বের হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।

উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: হে মুআয! তুমি কাঁদছো কেন?"

তিনি বললেন: "আমি এমন একটি কথা শুনেছি এই কবরের অধিকারীর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কাছ থেকে, যা আমাকে কাঁদাচ্ছে।"

উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "তুমি কী শুনেছো?"

তিনি বললেন: "অল্প পরিমাণ রিয়াও (লোক দেখানো ইবাদত) শিরক। আর যে কেউ আল্লাহর কোনো ওলির বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে, সে আল্লাহর সাথে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে।

আর আল্লাহ ভালোবাসেন সেইসব তাকওয়াবান, গোপন সাধক বান্দাদের যারা অনুপস্থিত থাকলে কাউকে খেয়াল হয় না, আর উপস্থিত থাকলেও

কাউকে ডাকা হয় না বা কেউ চেনে না। তাদের হৃদয় হয় হেদায়াতের দীপশিখা, তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ধুলিময় সমাজ থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসেন।" [৪]

হাদিস ৪

ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمًا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْكِي، فَقَالَ :مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ :يُبْكِينِي حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ :

الْيَسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

যাইদ ইবন আসলামের পিতা থেকে বর্ণিত: একদিন হযরত উমর (রাঃ) মসজিদের দিকে বের হলেন। তিনি দেখতে পেলেন হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের পাশে বসে কাঁদছেন।

উমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে মুআয! তুমি কাঁদছো কেন?"

তিনি বললেন: "আমি একটি হাদীসের কারণে কাঁদছি, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।"

তিনি বললেন: "অল্প পরিমাণ রিয়াও (লোক দেখানো ইবাদত) শিরক। আর যে আল্লাহর বন্ধুদের (ওলিদের) সাথে শত্রুতা করে, সে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন সেইসব নেককার, পরহেযগার ও আত্মগোপনে থাকা বান্দাদের, যারা অনুপস্থিত হলে কেউ খোঁজ করে না,

[৪] ইমাম হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ৭৯৩৩

আর উপস্থিত থাকলেও কেউ চেনে না। তাদের হৃদয় হয় হেদায়াতের দীপশিখা, তারা বেরিয়ে আসে প্রতিটি অন্ধকার ও ধুলিময় পরিস্থিতি থেকে।" [9]

হাদিস ৫

ইমাম দাইলামী বর্ণনা করেন,

عن أنس بن مَالك رضي الله عنه: قَالَ الله عز وَجل **من أهان لي وليا** فقد بارزني بالمحاربة وَإِنِّي لأسرع شَيْء إِلَى نصْرَة أوليائي إِنِّي لأغضب لَهُم كَمَا يغْضب اللَّيْث الْحَرْب

হযরত আনাস ইবন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে আমার কোনো বন্ধুকে (ওলি) অপমান করে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমি আমার ওলিদের সাহায্যে আসতে সবচেয়ে দ্রুততম। আমি তাদের জন্য রাগ করি— যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি সিংহ ক্রোধে গর্জে উঠে।" [10]

হাদিস ৬

عن أنس بن مَالك رضي الله عنه: قَالَ الله عز وَجل من أكْرم لي وليا وَلَو بقضيب يستاك بِهِ فقد وَجَبت كرامته عَليّ وَمن وَجَبت كرامته عَليّ لم أَرض لَهُ دون الْجنَّة

হযরত আনাস ইবন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে আমার কোনো বন্ধুকে (ওলি) সম্মান করে যদি একটি ছোট মিসওয়াক দিয়েও— তাহলে তার জন্য আমার পক্ষ থেকে সম্মান

[9] ইমাম হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ৪

[10] দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হিজরি, আল-ফিরদাউস, হাদিস ৪৪৪৩

নিশ্চিত হয়ে যায়। আর যার জন্য আমার সম্মান বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, আমি তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সন্তুষ্ট হই না।"[11]

একটি দুধের শিশু একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিল

হাদিস ৭

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي. فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ.

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ.

[11] দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হিজরি, আল-ফিরদাউস, হাদিস ৪৪৪২

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ . ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ. وَلَمْ تَفْعَلْ ".

আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' নামে ডাকা হতো। একদা 'ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। তার মা বলল, হে আল্লাহ্! ব্যাভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার 'ইবাদাতখানায় থাকত। একবার তার নিকট একটি নারী আসল। তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। অতঃপর নারীটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এটি কার থেকে? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার নিকট আসল এবং তার 'ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ উযূ সেরে 'ইবাদাত করল। অতঃপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করল হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা বলল, আমরা আপনার 'ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে। (তৃতীয় জন) বনী ইসরাঈলের একজন নারী তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী

চলে গেল। নারীটি দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর না। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে লাগল। আবূ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। অতঃপর সেই নারীটির পার্শ্ব দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। নারীটি বলল, হে আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তাৎক্ষণিক তার মায়ের স্তন্য ছেড়ে দিল। আর বলল, হে আল্লাহ্! আমাকে তার মত কর। তার মা বলল, তা কেন? শিশুটি বলল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটির ব্যাপারে লোকে বলেছে তুমি চুরি করেছ, যিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি। [12]

একটু ভিন্ন শব্দে এই হাদিসটি ইমাম মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِي . فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ أَىْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِي . فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ . فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ

[12] বুখারী, হাদিস ৩৪৩৬

شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ - قَالَ - فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فُلاَنٌ الرَّاعِي - قَالَ - فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ لاَ أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ . فَفَعَلُوا .

وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا . فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ . قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا . قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ . وَهِيَ تَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا . فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا . فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ فَقَالَتْ حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ . فَقُلْتَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ . فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا . فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ . وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا .

আবু হুরাইরাহ্ হুরাইরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিনজন ব্যতীত কেউ দোলনায় কথা বলেনি। তাদের মধ্যে একজন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ), আরেকজন জুরায়জ সম্পর্কিত শিশুটি। জুরায়জ ছিলেন একজন ইবাদাতগুজার ব্যক্তি। তিনি একটি ইবাদাতখানা তৈরি করে সেখানে অবস্থান করতেন। এক সময় তার কাছে তার মা আসলেন। তিনি সে সময় সালাতে নিমগ্ন ছিলেন। মা ডাকলেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক! (একদিকে) আমার মা ও (অপর দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মগ্ন থাকলেন। মা ফিরে গেলেন।

পরের দিন তিনি আবার তার কাছে এলেন। তখনও তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বললেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকছেন) আর (অন্য দিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতে মশগুল রইলেন। মা ফিরে গেলেন। এরপরের দিন আবার এলেন। তখনও তিনি সালাতেই রত ছিলেন। এবারও (মা) বললেন, হে জুরায়জ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! একদিকে আমার মা (আমাকে ডাকছেন)। (অন্যদিকে) আমার সালাত। এরপর তিনি সালাতেই লিপ্ত রইলেন। এবার তার মা বললেন, হে আল্লাহ! বদকার স্ত্রীলোকের সম্মুখীন করার আগ পর্যন্ত তুমি তার মৃত্যু দিয়ো না।

এরপর বানু ইসরাঈলদের মধ্যে জুরায়জ ও তার ইবাদাত সম্পর্কে আলোচনা হতে লাগল। (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) সৌন্দর্য উপমেয় এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ছিল। সে বলল, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের সামনে তাকে (জুরায়জকে) ফিতনায় ফেলতে পারি। তিনি বলেন, এরপর সে জুরায়জের সামনে নিজেকে পেশ করে। কিন্তু জুরায়জ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও

করেননি। অবশেষে সে এক মেষ রাখালের নিকট আসে। সে জুরায়জের ইবাদাতখানায় মাঝে মধ্যে যাওয়া-আসা করত। সে তাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করল। সে (রাখাল) তার উপর অনুরক্ত হলো। এতে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন বলে দিল যে, এ সন্তান জুরায়জের। লোকেরা (এ কথা শুনে) তার কাছে এসে জড়ো হলো এবং তাকে নীচে নামতে বাধ্য করল এবং তারা তার ইবাদাতখানা ভেঙ্গে ফেলল আর তাকে প্রহার করতে লাগল। তখন তিনি (জুরায়জ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, তুমি তো এ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করেছে এবং তোমার পক্ষ থেকে সে সন্তান প্রসব করেছে।

তখন তিনি বললেন, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটি নিয়ে এলো। এরপর তিনি বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি সালাত আদায় করে নেই। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং সালাত শেষে শিশুটির কাছে এলেন। এরপর তিনি শিশুটির পেটে টোকা দিয়ে বললেন, হে বৎস! তোমার পিতা কে? সে উত্তর করল। অমুক রাখাল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা জুরায়জের দিকে এগিয়ে আসলো এবং তাকে চুম্বন করতে এবং তার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। এরপর বলল, আমরা আপনার ইবাদাতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করে দিব। তিনি বললেন, না বরং পুনরায় মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও, যেমন ছিল। লোকেরা তাই করল।

(তৃতীয় জন) একদা এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। তখন উত্তম পোষাকে সজ্জিত এক লোক একটি হৃষ্টপুষ্ট সওয়ারীর উপর আরোহণ করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এর মতো বানিয়ে দাও। তখন শিশুটি মাতৃস্তন ছেড়ে তার প্রতি লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর মতো বানিও না।" এরপর সে আবার স্তনের দিকে ফিরে দুধ পান করতে লাগল। রাবী বলেন, মনে হয় যেন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এখনো দেখছি যে, তিনি তার

শাহাদাত অঙ্গুলি নিজ মুখে দিয়ে তা চুষে সে শিশুটির দুধ পানের দৃশ্য দেখাচ্ছেন। এরপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, কিছু লোক একজন যুবতীকে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তাকে তারা প্রহার করছিল এবং বলাবলি করছিল যে, তুই ব্যভিচার করেছিস, তুই চুরি করেছিস। আর সে বলছিল, আল্লাহর উপরই আমার ভরসা; আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তখন তার মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার পুত্রকে এর (দাসীর) মতো বানিও না। তখন শিশুটি দুধপান ছেড়ে তার (দাসীর) প্রতি লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর (এ দাসীর) মতো বানিয়ে দাও।"

সে সময় মা ও পুত্রের মধ্যে কথোপকথন হলো। তখন মা বলল, ঠাটা পড়ুক (এ কেমন কথা)। সুদর্শন এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে এর মতো বানিও"। আর তুমি বললে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এর মতো বানিও না"। এরপর লোকেরা এ দাসীকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা তাকে প্রহার করছিল এবং বলছিল, তুই ব্যভিচার করেছিস এবং তুই চুরি করেছিস। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার পুত্রকে তার মতো বানিও না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মতো বানাও। সে বলল, সে আরোহী ব্যক্তি ছিল অত্যাচারী। তাই আমি বলেছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মতো বানিও না। আর যে দাসীকে ওরা বলছিল, তুই যিনা করেছিস। আসলে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি এবং বলেছিল, চুরি করেছিস, অথচ সে চুরি করেনি। তাই আমি বললাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তার মতো বানিয়ে দাও"।[13]

তারপর তার জন্য পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়

হাদিস ৮

[13] মুসলিম, হাদিস ২৫৫০

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ - قَالَ - فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ - قَالَ - ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ - قَالَ - فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ " .

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে আহ্বান করেন এবং বলেন: 'আমি অমুককে ভালোবাসি, তাই তুমিও তাকে ভালোবাস।' তখন জিবরাঈলও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানে ঘোষণা করেন: 'আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' ফলে আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসে। তারপর তার জন্য পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।

আর যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডাকেন এবং বলেন: 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, তাই তুমিও তাকে ঘৃণা করো।' তখন জিবরাঈল তাকে ঘৃণা করেন। তারপর তিনি আসমানে ঘোষণা করেন: 'আল্লাহ অমুককে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করো।' ফলে

আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ঘৃণা করে, এবং পৃথিবীতেও তার জন্য ঘৃণা প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়।” [14]

বুখারীতে এই হাদিস শাব্দিক একটু ভিন্নতা সহ এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .رضى الله عنه .قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ ".

আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, ‘আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তাই তুমি তাকেও ভালোবাসো।’ ফলে জিবরাঈলও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল আসমানে ঘোষণা দেন: ‘আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।’ ফলে আসমানের সকল অধিবাসী তাকে ভালোবাসে। এরপর তার জন্য পৃথিবীর লোকদের মধ্যেও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।” [15]

হাদিস ৯

ইমাম তিরমিযী

---

[14] মুসলিম, হাদিস ২৬৩৭

[15] বুখারী, হাদিস ৭৪৮৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ **ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ** فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي قَدْ أَبْغَضْتُ فُلاَنًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ "

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে বলেন, 'আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।' এরপর জিবরাঈল আসমানে ঘোষণা করেন, তারপর সেই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে নাজিল হয়। এটাই আল্লাহর এই বাণীর অর্থ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾

অর্থাৎ: 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য দয়াময় (আল্লাহ) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৯৬)

আর যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরাঈলকে বলেন, 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, তাই তুমিও তাকে ঘৃণা করো।' এরপর জিবরাঈল আসমানে ঘোষণা দেন, তারপর সেই ঘৃণা পৃথিবীতেও নাজিল হয়ে যায়। [16]

তাদের মুখমণ্ডল হবে নূর, এবং তারা থাকবে নূরের মিম্বারে

হাদিস ১০

[16] তিরমিযী, হাদিস ৩১৬১

ইমাম আবূ দাউদ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ . قَالَ " هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ " . وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ صحيح

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যারা না নবী, না শহীদ—কিন্তু কিয়ামতের দিনে নবী এবং শহীররাও তাদের অবস্থান দেখে ঈর্ষা করবে, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদার কারণে।"

সাহাবাগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের বলবেন তারা কারা?"

তিনি ﷺ বললেন:

"তারা এমন এক দল মানুষ, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর রূহে (ভালোবাসা ও ঈমানের বন্ধনে) পরস্পরকে ভালোবাসত, তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কোনো আর্থিক লেনদেন ছিল না। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং তারা নূরের উপর থাকবে। মানুষ যখন ভয় করবে, তারা ভয় করবে না। মানুষ যখন শোক করবে, তারা শোক করবে না।"

তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অর্থাৎ: *"জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের (অলীদের) জন্য কোন ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"* — (সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২)[17]

হাদিস ১১

ইমাম হাকিম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الشُّهَدَاءُ وَالنَّبِيُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَجْلِسِهِمْ مِنْهُ فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا وحَلِّهِمْ لَنَا .قَالَ : قَوْمٌ مِنْ أَقْنَاءِ النَّاسِ مِنْ نِزَاعِ الْقَبَائِلِ تَصَادَقُوا فِي اللَّهِ وَتَحَابُّوْا فِيهِ، يَضَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وقال الذهبي: صحيح

ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা না নবী, না শহীদ—কিন্তু কিয়ামতের দিনে শহীদ ও নবীগণও তাদের ঈর্ষা করবেন, আল্লাহর সান্নিধ্য ও তাদের আসনের জন্য।

এক বেদুঈন ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের তাদের বর্ণনা দিন, তাদের বৈশিষ্ট্য জানান।'

নবী ﷺ বললেন:

---

[17] আবু দাউদ, হাদিস ৩৫২৭

‘তারা এমন এক দল, যারা সমাজে অজ্ঞাত, বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থেকে আসা, কিন্তু তারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বর প্রস্তুত করবেন—যেদিন মানুষ ভয়ে থাকবে, অথচ তারা ভয়ে থাকবে না। তারা-ই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, “যাদের জন্য ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।” [18]

হাদিস ১২

ইবনু আবিদ্দুনয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَعِبَادًا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ قِيلَ: مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ، قَالَ " :هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ وَلَا أَنْسَابٍ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلَا ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ يونس: ٦٢ [19]

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যাদের প্রতি নবী ও শহীদগণ কিয়ামতের দিন ঈর্ষা করবে।”

---

[18] ইমাম হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ৭৩১৮

[19] أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، **الإخوان**، حديث 5، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ – ١٩٨٨، عدد الصفحات: ٢٥٣

জিজ্ঞাসা করা হলো, "তারা কারা? যাতে আমরা তাদের ভালোবাসতে পারি।"

তিনি ﷺ বললেন:

"তারা এমন এক দল, যারা আল্লাহর রূহে (ঈমান ও ভালোবাসার মাধ্যমে) একে অপরকে ভালোবাসতো, তাদের মধ্যে কোনো সম্পদ বা বংশীয় সম্পর্ক ছিল না। তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরের মতো উজ্জ্বল, এবং তারা থাকবে নূরের মিম্বরে। যখন মানুষ ভয়ে থাকবে, তারা ভয় পাবে না; মানুষ দুঃখিত হবে, তারা দুঃখিত হবে না।" এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

অর্থাৎ: *"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোনো ভয় নেই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"* — (সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২) [20]

হাদিস ১৩

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْعَتْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لِيُجْلِسَهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا

[20] ইবনু আবিদ্দুনয়া, ওফাত ২৮১ হি, আল-ইখওয়ান, হাদিস ৫

وَبَيَاضُهُمْ نُورًا يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

আবূ মালিক আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন:
"হে মানুষ! শোনো, বুঝো, এবং জেনে রাখো—আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা না নবী, না শহীদ, অথচ কিয়ামতের দিনে নবী ও শহীদগণও তাদের অবস্থান ও আল্লাহর নিকটবর্তীতা দেখে ঈর্ষা করবে।"
এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের আমাদেরকে বর্ণনা করুন, আমাদের কাছে স্পষ্ট করুন।"
রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে বললেন:
"তারা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক, বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা পরস্পরকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছে এবং একে অপরের সঙ্গে আন্তরিক হয়েছে।
আল্লাহ তাদের জন্য নূরের মিম্বর স্থাপন করবেন, এবং সেগুলোর ওপর তাদের বসাবেন। তিনি তাদের মুখমণ্ডলকে নূর দিয়ে উজ্জ্বল করবেন, তাদের পোশাকও হবে নূরের। কিয়ামতের দিন মানুষ আতঙ্কিত থাকবে, কিন্তু তারা আতঙ্কিত হবে না। তারা-ই আল্লাহর অলী, যাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" [21]

হাদিস ১৪

[21] ইবনু আবিদ্দুনয়া, ওফাত ২৮১ হি, আল-ইখওয়ান, হাদিস ৬

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ :أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ قَوْمٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خَضِرٌ يَغْشُونَ أَبْصَارَ النَّاظِرِينَ دُونَهُمْ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ " قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ : قَوْمٌ تَحَابُّوا بِجِلَالِ اللَّهُ حِينَ عُصِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

আব্দুর রহমান ইবন সাবিত (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

“আমাকে জানানো হয়েছে, আল্লাহর ডান পাশে (আর আল্লাহর দুই হাতই ডান ও সম্মানিত), এমন এক দল লোক থাকবে, যারা নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে, তাদের পরনে থাকবে সবুজ পোশাক। তাদের উজ্জ্বলতা এতই বেশি হবে যে, নিচের দিকে যারা তাকাবে, তাদের চোখ তাদের দিকে উঠতে পারবে না। অথচ তারা না নবী, না শহীদ।”

জিজ্ঞেস করা হলো: “তারা কারা?”

তিনি বললেন:

“তারা এমন এক দল, যারা আল্লাহর মর্যাদার কারণে একে অপরকে ভালোবাসতো—সেই সময়ে যখন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করছিল।” [22]

হাদিস ১৫

وقال ابن أبي حاتم:

قَوْلُهُ تَعَالَى :أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ

١٠٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ :إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلا شُهَدَاءَ،

[22] ইবনু আবিদ্দুনয়া, ওফাত ২৮১ হি, আল-ইখওয়ান, হাদিস ১৩

يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فَجَثَى رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْعَتْهُمْ لنا عليم لَنَا؟ شَكِّلْهُمْ لَنَا فَسُرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسُؤَالِ الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، هم نَاسٌ مِنَ النَّاسِ وَنَوَازِعُ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَوْا بِصَفْوِ اللَّهِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وُجُوهُهُمْ نُورٌ وَثِيَابُهُمْ نُورٌ يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ .

ইবনু আবি হাতিম তাঁর তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:
“أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ” — *জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলিরা...*

১০৪৫২:

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সালেহ লায়সের কাতিব থেকে, তিনি আবদুল হামিদ ইবনু বাহরাম থেকে, তিনি শাহর ইবন হাওশাব থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবন গণম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে:

আবু মালিক আশআরী বলেন:

“রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তিনি মানুষের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন:

আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা না নবী, না শহীদ; কিন্তু কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদগণও তাদের অবস্থান ও আল্লাহর নিকটবর্তীতা দেখে ঈর্ষা করবেন।

তখন একজন বেদুঈন উঠে বলল: “হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের তাদের বর্ণনা দিন, আমাদের জন্য তাদের গুণাবলি পরিষ্কার করুন।”

তখন রাসূল ﷺ খুশি হয়ে হাসলেন এবং বললেন: *তারা সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে, বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র থেকে এসেছে, যাদের মাঝে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আন্তরিকভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলে।*

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের জন্য নূরের মিম্বর প্রস্তুত করবেন, যাতে তারা বসবে। তাদের চেহারা ও পোশাক হবে নূর। সেই দিন মানুষ ভয়ে আতঙ্কিত থাকবে, কিন্তু তারা আতঙ্কিত হবে না। তারা-ই আল্লাহর ওলি, যাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

١٠٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا مَا هُمْ وَمَا أعمالهم إنا نحبهم: لذلك

قال :هم قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَالٍ يَتَقَاضُونَهَا، وَاللَّهِ إِنَّ وجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.

১০৪৫৩:

আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উসমান ইবনু আবি শাইবা থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি উমারাহ ইবন কাকআ থেকে, তিনি আবু জরআ ইবনু আমর থেকে, তিনি উমর ইবনু খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেন:

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যারা না নবী, না শহীদ, অথচ কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদগণও তাদের ঈর্ষা করবেন—আল্লাহর নিকটে তাদের অবস্থানের কারণে।"

সাহাবারা বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলুন, তারা কারা এবং তারা কী কাজ করেন? আমরা তো তাদেরকে ভালোবাসি!"

তিনি ﷺ বললেন:

"তারা এমন এক দল, যারা আল্লাহর রূহ (আত্মিক বন্ধন ও ভালোবাসা) দ্বারা একে অপরকে ভালোবাসে। তাদের মাঝে না আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, না অর্থনৈতিক লেনদেন।

আল্লাহর কসম! তাদের চেহারা হবে নূরানী এবং তারা থাকবে নূরের উপর। যখন মানুষ ভয় করবে, তারা ভয় করবে না। যখন মানুষ দুঃখিত হবে, তারা দুঃখিত হবে না।

শোনো! আল্লাহর ওলিদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" [23]

আল্লাহর ওলিদের দেখলে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে

হাদিস ১৬

١٠٤٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ :أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ قَالَ: يُذْكَرُ اللَّهُ لِرُؤْيَتِهِمْ .

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সূরা ইউনুসের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহর ওলিদের দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়।"

١٠٤٥٥ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْقَزْوِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بن سعيد، سَابِقٌ، ثنا يَعْقُوبُ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ قَالَ :الَّذِينَ إِذَا رأوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: একজন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল:

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ওলি কারা?"

---

[23] ইবনু আবী হাতিম, ওফাত ৩২৭ হি, তাফসীর, সূরা ইউনুস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "তারা এমন লোক, যাদেরকে দেখলেই আল্লাহ স্মরণ হয়।" [24]

হাদিস ১৭

ইমাম তিরমিযী

عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ " وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُوَبَ .

মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের টানে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জন্য জন্য রয়েছে আলোর মিম্বার (মঞ্চ)। নবী ও শাহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দর্শনে) ঈর্ষা করবে।

আবূদ দারদা, ইবনু মাসউদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ হুরাইরা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মুসলিম আল-খাওলানীর নাম আবদুল্লাহ, পিতা ছুওয়াব। [25]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন

[24] ইবনু আবী হাতিম, ওফাত ৩২৭ হি, তাফসীর, সূরা ইউনুস

[25] তিরমিযী, হাদিস ২৩৯০

হাদিস ১৮

বুখারী ও মুসলিম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,

২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে,

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে,

৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য,

৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি',

৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না,

৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে। [26]

---

[26] বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১

হাদিস ১৯

ইমাম মুসলিম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي " .

আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের কারণে একে অপরের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া প্রদান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই। [27]

হাদিস ২০

ইবনু আবিদ্দুনয়া

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

ইরবাদ্ব ইবন সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা আমার মহিমার কারণে একে অপরকে ভালোবাসে—আমি কিয়ামতের দিন তাদের আমার আরশের ছায়ায় রাখব, যেদিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।" [28]

---

[27] মুসলিম ২৫৬৬

[28] আল-ইখওয়ান, হাদিস ২

হাদিস ২১

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বিশেষ বান্দা আছেন, যাদেরকে কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে বসানো হবে এবং তারা আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে। নবী ও শহীদরাও তাদের প্রতি ঈর্ষা করবে। এরা হলেন তারা, যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসত।" [29]

হাদিস ২২

বুখারী

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। [30]

তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাস

হাদিস ২৩

[29] আল-ইখওয়ান, হাদিস ১২

[30] বুখারী ১৩

عَنْ أَنَسٍ .رضى الله عنه . أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ " وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ". قَالَ لاَ شَىْءَ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ". قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ". قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ.

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল, কোন কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালবাস। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসি এবং আবূ বকর ও ‘উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার ভালবাসার কারণে তাদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের ‘আমলের মত ‘আমল আমি করতে পারিনি। [31]

হাদিস ২৪

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ خَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلاً عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَعْدَدْتَ لَهَا " . قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ " فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " .

[31] বুখারী ৩৬৮৮

আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে মসজিদে নববী হতে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় মসজিদের দরজায় এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্যে কি সম্বল সংগ্রহ করেছ? তিনি বলেন, তখন লোকটি নীরব থাকলো। তারপর সে বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো সেজন্যে বেশি পরিমাণ সালাত, সিয়াম ও সাদাকা-খয়রাত প্রস্তুত করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তার রসূলকে মহাব্বাত করি। তিনি বললেন, তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি মহাব্বাত কর। [32]

হাদিস ২৫

ইমাম ত্বাবারানী

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ، قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ ، قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ " :الْوَدُودُ الْوَلُودُ الَّتِي إِنْ ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى

কা'ব ইবন উজরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

[32] মুসলিম ২৬৩৯

"আমি কি তোমাদের জানাব না, তোমাদের মধ্যে কারা জান্নাতের অধিবাসী?"

সাহাবাগণ বললেন: "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!"

তিনি ﷺ বললেন:

"নবী জান্নাতে, শহীদ জান্নাতে, সিদ্দীক জান্নাতে, শিশু জান্নাতে, এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে যে তার ভাইকে কেবল আল্লাহর জন্য দেখতে অন্য শহরে যায়।"

তারপর বললেন:

"আমি কি তোমাদের জানাব না, তোমাদের নারীদের মধ্যে কারা জান্নাতি?"

তারা বলল: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!"

তিনি ﷺ বললেন:

"সে নারী জান্নাতি, যে স্বামীর প্রতি স্নেহশীলা এবং সন্তানপ্রসূ, যে কোনো অন্যায় করলে কিংবা তার উপর অন্যায় হলেও বলে—'এই আমার কপাল, তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমি একটুও শান্তি পাব না, যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও।'" [33]

আল-মুজামুস সাগীরে আছে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وفيه قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ": كُلُّ وَلُودٌ وَدُودٌ، إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ :زَوْجُهَا - قَالَتْ :هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন: "আমি কি তোমাদের জানাতে চাই না, কোন নারীরা জান্নাতি?"

সাহাবিগণ বললেন: "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!"

---

[33] আল-মুজামুল কাবীর, খন্ড ১৯, পৃ ১৪০ হাদিস ৩০৭

তিনি ﷺ বললেন:

"প্রত্যেক সন্তানপ্রসূ (বাচ্চা নেওয়ার মানসিকতা রাখে) এবং স্নেহশীলা নারী, যে রাগান্বিত হলে, বা তার প্রতি অন্যায় করা হলে, বা তার স্বামী রাগান্বিত হলে—সে বলে: 'এই দেখো, আমার হাত তোমার হাতে। আমি একটুও শান্তিতে ঘুমাব না যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও।'" [34]

সে সম্পূর্ণ ঈমান অর্জন করেছে

হাদিস ২৬

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ

আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য দান করে, এবং আল্লাহর জন্য বিরত থাকে—সে সম্পূর্ণ ঈমান অর্জন করেছে।"[35]

ইসলামের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন

হাদিস ২৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : أَوْثَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ الْوَلَايَةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِيهِ، وَالْبُغْضِ

[34] আল-মুজামুস সাগীর, হাদিস ১১৮

[35] আবূ দাউদ ৪৬৮১

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন:
"হে ইবনু মাসউদ! ঈমানের কোন বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী?" আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।
তিনি বললেন:
"ইসলামের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হলো—আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতা, এবং আল্লাহর পথে একে অপরকে সহায়তা করা।" [36]

وروى عن ابن عباس: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ " :أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ - أَظُنُّهُ قَالَ - :أَوْثَقُ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন: "ঈমানের কোন বন্ধন সবচেয়ে দৃঢ়?"
(রাবী বলেন: আমার ধারণা তিনি এভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।) আবূ যর বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।
তখন রাসূল ﷺ বললেন:
"আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও সহানুভূতি, আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও বিরাগ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা—এটাই ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন।" [37]

---

[36] আল-মুজামুল আওসাত্ব ৪৪৭৯
[37] আল-মুজামুল কাবীর ১১৫৩৭

আল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে

হাদিস ২৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পথিমধ্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌছল, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছো? সে বলল, আমি এ গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোন অবদান আছে, যা তুমি আরো প্রবৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে (তার দূত হয়ে) তোমার কাছে অবহিত করার জন্য এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালবেসেছ। [38]

[38] মুসলিম ২৫৬৭

হাদিস ২৯

عَنْ أَنَسٍ .رضى الله عنه .عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ ".

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পায়- (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে ভালবাসে এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা কুফর হতে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফর-এ প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপছন্দ করে। [39]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ " .

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করবে। (১) অন্য সবার তুলনায় যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়। (২) যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তার বান্দাকে ভালোবাসে। (৩) এবং যাকে আল্লাহ কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। [40]

---

[39] বুখারী ২১
[40] মুসলিম ৪৩

যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে

হাদিস ৩০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا . أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বলে দিব না, কি করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে। [41]

তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হয়ে যায়

হাদিস ৩১

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَىْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي - قَالَ - فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ لِلَّهِ . فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ . فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ . فَقَالَ آللَّهِ فَقُلْتُ آللَّهِ . قَالَ فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

[41] মুসলিম ৫৪

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ " .

আবূ ইদরিস খাওলানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:
আমি দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করলাম, হঠাৎ দেখি এক উজ্জ্বল দাঁতের তরুণ সেখানে আছে, মানুষ যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করত, তারা তার কাছে ফিরে যেত এবং তার কথা অনুযায়ী চলত।
আমি জিজ্ঞেস করলাম: "এই যুবক কে?"বলা হলো: "ইনি হলেন মুআয ইবনু জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।"
পরদিন আমি আরও আগে গিয়ে হাজির হলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি আগে থেকেই এসে নামাজে রত। আমি অপেক্ষা করলাম, তিনি নামাজ শেষ করলেন।
তারপর আমি তার সামনে গিয়ে সালাম দিলাম এবং বললাম: "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।"
তিনি বললেন: "আল্লাহর জন্য?"
আমি বললাম: আল্লাহর জন্য।
তিনবার এমন প্রশ্ন করলেন।
তারপর তিনি নিজের চাদরের এক অংশ ধরে আমাকে টেনে কাছে আনলেন এবং বললেন: "সুসংবাদ গ্রহণ করো! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তাআলা বলেন:
‘যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, আমার জন্য একসাথে বসে, আমার জন্য সাক্ষাৎ করে, এবং আমার জন্য একে অপরকে কিছু দেয়—তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত হয়ে যায়।’’’[42]

[42] ইমাম মালিক, মুওয়াত্ত্বা, হাদিস ৩৫০৭

হাদিস ৩২

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي

আমর ইবন আবসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেন:

যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত। এবং যারা আমার জন্য একে অপরের সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধুত্ব করে, তাদের জন্যও আমার ভালোবাসা নিশ্চিত। [43]

তাদের কপালে লেখা থাকবে

হাদিস ৩৩

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ فِي رَأْسِ الْعَمُودِ مِائَةُ أَلْفِ غَرْفَةٍ فَتُضِيءُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا تُضِيءُ الشَّمْسُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا مَكْتُوبٌ فِي جِبَاهِهِمْ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ

ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তারা জান্নাতে লাল ইয়াকুত (রুবি) পাথরের একটি স্তম্ভের উপর থাকবে। সেই স্তম্ভের মাথায় থাকবে এক লক্ষ কক্ষ, যা জান্নাতবাসীদের জন্য এমনভাবে আলো দিবে, যেমন সূর্য পৃথিবীর লোকদের জন্য আলো দেয়। তাদের কপালে লেখা থাকবে: 'এরা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসত।' [44]

---

[43] আল-ইখওয়ান, হাদিস ৮

[44] আল-ইখওয়ান, হাদিস ১০

নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি স্বর্ণের স্তম্ভ থাকবে

হাদিস ৩৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عَمُودًا مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ مَدَائِنُ مِنْ زَبَرْجَدٍ تُضِيءُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ : لِلْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি স্বর্ণের স্তম্ভ থাকবে, যার উপরে থাকবে সবুজ পান্নার তৈরি বহু প্রাসাদ, যা জান্নাতবাসীদের জন্য এমনভাবে আলো বিকিরণ করবে, যেমন ঝকঝকে উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশে আলো দেয়।”
সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! এটি কার জন্য?”
তিনি ﷺ বললেন:
“এটি তাদের জন্য, যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে।” [45]

যারা দুনিয়ার ভিতরের বাস্তবতা দেখেছে, যখন মানুষ কেবল তার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখেছে

হাদিস ৩৫

عَنْ وَهْبٍ قَالَ :قَالَ الْحَوَارِيُّونَ: يَا عِيسَى مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ؟ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ :الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا وَالَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى آجِلِ الدُّنْيَا حِينَ نَظَرَ النَّاسُ إِلَى اجِلِهَا وَأَمَاتُوا مِنْهَا ما يخشون أن يمتهم، وَتَرَكُوا مَا عَلِمُوا أَنْ سَيَتْرُكَهُمْ فَصَارَ اسْتِكْثَارُهُمْ مِنْهَا

[45] আল-ইখওয়ান, হাদিস ১১

اسْتِقْلالا وَذِكْرُهُمْ إِيَّاهَا فَوَاتًا وَفَرَحُهُمْ بِمَا أَصَابُوا مِنْهَا حُزْنًا وَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ نَائِلِهَا ورفضوه وَمَا عَارَضَهُمْ مِنْ رِفْعَتِهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَضَعُوهُ لَهُ خَلَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يُجَدِّدُونَهَا وَخَرِبَتْ بَيْنَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا وَمَاتَتْ فِي صُدُورِهِمْ فَلَيْسُوا يُحْيُونَهَا يَهْدِمُونَهَا فَيَبْنُونَ بِهَا آخِرَتَهُمْ وَيَبِيعُونَهَا فَيَشْتَرُونَ بِهَا مَا يَبْقَى لَهُمْ، رَفَضُوهَا فَكَانُوا بِرَفْضِهَا الْفَرِحِينَ، بَاعُوهَا وَكَانُوا بِبَيْعِهَا هُمُ الْمُرْبِحِينَ، وَنَظَرُوا إِلَى أَهْلِهَا صَرْعَى قَدْ حَلَتْ فِيهِمُ الْمُثُلاتُ وَأَحْيُوا ذَكَرَ الْمَوْتِ وَأَمَاتُوا ذِكْرَ الْحَيَاةِ، يُحِبُّونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَسْتَضِيئُونَ بِنُورِهِ وَيَضِيئُونَ بِهِ، لَهُمْ خَبَرٌ عَجِيبٌ، وَعِنْدَهُمُ الْجَزَاءُ الْعَجِيبُ، بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ، وَبِهِ قَامُوا وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ، وَبِهِ نَطَقُوا وَبِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوا، لَيْسُوا يَرَوْنَ نَائِلا مَعَ مَا نَالُوا وَلا أَمَانِيَ دُونَ مَا يَرْجُونَ، وَلا خَوْفًا دون ما يحذرون.

ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

হাওয়ারীগণ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললেন:

“হে ঈসা! আল্লাহর সেই ওলিরা কারা, যাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না?”

ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন: “তারা হলো সেইসব লোক—যারা দুনিয়ার ভিতরের বাস্তবতা দেখেছে, যখন মানুষ কেবল তার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখেছে। তারা দুনিয়ার অস্থায়িত্ব লক্ষ্য করেছে, যখন মানুষ কেবল তার তাৎক্ষণিক লাভ দেখেছে। তারা সেই জিনিসগুলোকে মেরে ফেলেছে যেগুলো তাদের মেরে ফেলতে পারত। তারা এমন জিনিস ত্যাগ করেছে, যা একদিন তাদের ত্যাগ করবেই। তাই, দুনিয়ার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে গেছে অতৃপ্তি, এবং দুনিয়ার প্রাপ্তিতে তাদের আনন্দ হয়েছে দুঃখে রূপান্তরিত। তারা সবসময় মৃত্যুকে স্মরণ করেছে, আর জীবনের মোহকে হত্যা করেছে। তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর নূরে আলোকিত হয় এবং অন্যদেরও আলোকিত করে। তাদের কথা ব্যতিক্রম, তাদের

প্রতিদানও ব্যতিক্রম। তাদের দ্বারাই কিতাব দাঁড়িয়ে আছে, কিতাব তাদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে, তাদের দ্বারাই কিতাব বোঝা যায়। তারা দুনিয়ায় কোনো কিছুই বড় মনে করে না যতক্ষণ না তা আল্লাহর কাছে কিছু।” [46]

হাদিস ৩৬

হে হারিছ! তুমি কেমন সকাল করেছ? আমার অন্তর দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছে

روى ابن أبي شيبة ت 235هـ : عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ؟ " قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا .قَالَ" :إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً "قَالَ: أَصْبَحْتُ قَدْ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَلَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي قَدْ أُبْرِزَ لِلْحِسَابِ، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ، وَلَكَأَنِّي أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ .قَالَ :فَقَالَ لَهُ" :عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ "أَوْ "عَرَفْتَ فَالْزَمْ"

জুবাইদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ ﷺএকদিন হারিছ ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন: “হে হারিছ! তুমি কেমন সকাল করেছ?” তিনি বললেন: “আমি ঈমানদার হয়ে সকাল করেছি।”

নবী ﷺ বললেন:

“প্রত্যেক কিছুর জন্য একটি সত্যতা (প্রমাণ) থাকে—তোমার ঈমানের সত্যতা কী?”

তিনি বললেন:

---

[46] ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, সূরা ইউনুস

“আমার অন্তর দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছে। আমি রাত্রি জেগে কাটাই, দিন রোযা রেখে কাটাই। যেন আমি আমার প্রভুর আরশকে দেখতে পাচ্ছি, যেটি বিচার-দিবসের জন্য প্রস্তুত। যেন আমি জান্নাতবাসীদের পরস্পর সাক্ষাত করতে দেখছি। আর যেন আমি জাহান্নামবাসীদের হাহাকার শুনতে পাচ্ছি।”

তখন রাসূল ﷺ বললেন:

“এ তো সেই বান্দা, যার অন্তরে আল্লাহ ঈমানের আলো ঢেলে দিয়েছেন!” অথবা বললেন: “তুমি জেনে গেছো, এখন সে অনুযায়ী জীবন গঠন করো।”[47]

وروى الطبراني ت 360 هـ في الكبير: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا .فَقَالَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لِيَلِي، وَاظْمَأَنَّ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا .فَقَالَ : يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فَالْزَمْ ثَلَاثًا

আনসারী সাহাবী হারিছ ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে হারিছ! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

তিনি বললেন: "আমি ঈমানদার হয়ে সকাল করেছি—সত্যিকারের ঈমানদার।"

নবী ﷺ বললেন:

---

[47] ইবনু আবী শাইবাহ, কিতাবুল ঈমান, হাদিস ১১৫

"ভেবে বলো কী বলছো! প্রত্যেক কিছুর একটি সত্যতা (প্রমাণ) থাকে। তোমার ঈমানের সত্যতা কী?"
তিনি বললেন: আমার আত্মা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছে। আমি রাতে জেগে থাকি, আর দিনে শান্ত থাকি। আমি যেন আমার প্রভুর আরশকে স্পষ্ট দেখছি। আমি যেন জান্নাতবাসীদের জান্নাতে পরস্পর সাক্ষাৎ করতে দেখছি। আমি যেন জাহান্নামবাসীদের চিৎকার শুনছি।"
তখন নবী ﷺ তিনবার বললেন: "হে হারিছ! তুমি জেনে গেছো, এখন এ পথেই লেগে থাকো।" [48]

وروى عبد الرزاق ت 211 هـ في التفسير: عَنْ زَيْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ : اعْلَمْ مَا تَقُول. قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا , قَالَ : فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَتَهُ فَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ " : أَظْمَأْتُ نَهَارِي , وَأَسْهَرْتُ لِيَلِي , وَعَزَفْتُ عَنِ الدُّنْيَا , حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْعَرْشِ حِينَ جَاءَ بِهِ , وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ وَتَزَاوُرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ , قَالَ : عَرَفْتَ يَا حَارِثُ بْنَ مَالِكٍ فَالْزَمْ , عَبْدًا نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ , قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ , ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ , فَدَعَا لَهُ , قَالَ :فَأُغِيرَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ "

জাইদ আস-সুলামি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: নবী ﷺ হারিছ ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন:"হে হারিছ! তুমি কেমন সকাল করেছো?"
তিনি বললেন: "আমি মুমিন হিসেবে সকাল করেছি।"

---

[48] আল-মুজামুল কাবীর, হাদিস ৩৩৬৭। আবূ নাঈম, আল-আরবাঊন আলা মাযহাবিল মুতাহাক্কিকীনা মিনাস সুফিয়্যাহ, হাদিস ৪৪।

নবী ﷺ বললেন: "ভালোভাবে ভেবে বলো তুমি কী বলছো, কারণ প্রত্যেক দাবির একটি সত্যতা আছে। তোমার ঈমানের সত্যতা কী?"
তিনি বললেন: "আমি দিনের বেলায় রোযা রাখি, রাত জেগে ইবাদত করি, দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেছি, যেন আমি আল্লাহর আরশকে সামনে দেখতে পাচ্ছি,
জাহান্নামের লোকদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, জান্নাতিদের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখছি।"
নবী ﷺ বললেন: "তুমি সত্যিই জানো, হে হারিছ! সেই পথে লেগে থাকো। তুমি সেই বান্দা, যার অন্তরে আল্লাহ ঈমানের আলো ঢেলে দিয়েছেন।"
তখন হারিছ বললেন:
"হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য শহীদ হওয়ার দোয়া করুন।" নবী ﷺ তার জন্য শহীদ হওয়ার দোয়া করলেন। এরপর মদিনার একটি পশুপালন স্থানে আক্রমণ হলে, হারিছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেখান থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হলেন। [49]

وروى عبد بن حميد ت 249هـ: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : يَا حَارِثُ، كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، فَقَالَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ، إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً ، قَالَ :أَلَسْتُ قَدْ عَزَفْتُ الدُّنْيَا عَنْ نَفْسِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا يَعْنِي يَصِيحُونَ، قَالَ : يَا حَارِثُ، عَرَفْتَ فَالْزَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

[49] ইমাম আব্দুর রাজ্জাক, ওফাত ২১১ হি, তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক, সুরা হুজুরাত, নাম্বার ২৯৪০

আনসারী সাহাবী হারিছ ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

রাসূল ﷺতাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে হারিছ! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

তিনি বললেন: "আমি সত্যিকার মুমিন হয়ে সকাল করেছি।"

নবী ﷺ বললেন: "ভালো করে ভেবে বলো তুমি কী বলছো। প্রতিটি দাবির একটি সত্যতা থাকে।"

তখন হারিছ বললেন:

"আমি দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছি, আমার দিন রোযায় কাটে, রাত ইবাদতে কাটে,

আমি যেন আমার প্রভুর আরশকে প্রকাশ্যভাবে দেখছি,আমি যেন জান্নাতবাসীদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত করতে দেখছি, আর যেন জাহান্নামবাসীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনছি।"

নবী ﷺ তখন বললেন:

"হে হারিছ! তুমি জেনে গেছো—এখন সে পথে অটল থাকো।" — এ কথা তিনি তিনবার বললেন। [50]

قال البزارت 292 هـ: حدثنا أحمد بن محمد الليثي، حَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَس؛ أَن النَّبِيّ ﷺ لَقِيَ رَجُلا , يُقَالُ لَهُ حَارِثَةُ فِي بَعْضِ سِكَكِ المدينة ,فقال :كيف أصبحت ياحارثة؟ قَالَ :أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا , قَالَ :إِنَّ لِكُلّ إِيمَانٍ حَقِيقَةً , فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟ قَالَ :عَزَفَتْ نفسي عن الدنيا , فأظمأت وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي

[50] আব্দ বিন হুমাইদ, ওফাত ২৪৯ হি, আল-মুন্তাখাব মিন মুসনাদ আব্দ বিন হুমাইদ, হাদিস ৪৪৫

, وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي بَادِيًا , وَكَأَنِّي بِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ , وَأَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم :أَصَبْتَ فَالْزَمْ , مُؤْمِنٌ نَوَّرَ اللَّهُ قلبه.

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মদীনার গলিতে হারিসা নামে এক সাহাবীর সঙ্গে দেখা করলেন।

তিনি ﷺ বললেন: "হে হারিসা! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

তিনি বললেন: "আমি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে সকাল করেছি।"

নবী ﷺ বললেন: "প্রত্যেক ঈমানের একটি সত্যতা থাকে। তোমার ঈমানের সত্যতা কী?"

তিনি বললেন: "আমার অন্তর দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়েছে, আমি দিনে রোযা রাখি, রাতে ইবাদত করি, যেন আমি আমার প্রভুর আরশকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জান্নাতবাসীদের জান্নাতে উপভোগ করতে ও জাহান্নামবাসীদের জাহান্নামে কষ্ট পেতে দেখছি।"

তখন নবী ﷺ বললেন: "তুমি ঠিক বলেছো—এই অবস্থায় লেগে থাকো। তুমি সেই মুমিন, যার অন্তর আল্লাহ আলোকিত করে দিয়েছেন।"[51]

قال الكلاباذي ت 380 هـ: حَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ :ح صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ح إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: ح يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ قَالَ: ح ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي إِذِ اسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ فَقَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ تَعَالَى حَقًّا قَالَ : انْظُرْ إِلَى مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ

[51] মুসনাদ বাজ্জার, হাদিস ৬৯৪৮

اللَّهِ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لِيَلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، فَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعَارُونَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ ، وَفِي رِوَايَةٍ : أَصَبْتَ فَالْزَمْ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِي بِالشَّهَادَةِ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنُودِيَ يَوْمًا فِي الْخَيْلِ :يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي، فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ، وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتُشْهِدَ، فَبَلَغَ أُمَّهُ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ :أَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِي، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ فَلَنْ أَبْكِيَ، وَلَنْ أَجْزَعَ ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرُ ذَلِكَ بَكَيْتُ مَا عِشْتُ فِي الدُّنْيَا قَالَ : أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ، وَلَكِنَّهَا جَنَّةٌ فِي جِنَانٍ، وَالْحَارِثَةُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، فَرَجَعَتْ، وَهِيَ تَضْحَكُ، وَتَقُولُ :بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا حَارِثَةُ

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন এক তরুণ আনসার সাহাবী—হারিসা ইবন সুরাকা সামনে এলেন।

নবী ﷺ তাকে বললেন: "হে হারিসা! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

তিনি বললেন: "আমি আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ঈমান সহকারে সকাল করেছি।"

নবী ﷺ বললেন: "ভালো করে দেখো তুমি কী বলছো—প্রত্যেক কথার একটি বাস্তবতা থাকে।"

তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়া আমার অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে, আমি রাতে জেগে ইবাদত করি, দিনে রোযা রাখি, আমি যেন আমার প্রভুর আরশকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জান্নাতবাসীদের পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হতে দেখতে পাচ্ছি, এবং জাহান্নামবাসীদের চিৎকার করতে শুনতে পাচ্ছি।"

নবী ﷺ বললেন: "তুমি দেখতে পেয়েছো—এ পথেই থেকো। তুমি এমন এক বান্দা, যার অন্তরে আল্লাহ ঈমানের আলো দান করেছেন।"

তারপর হারিসা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য শহীদের দোয়া করুন।"

রাসূল ﷺ তাঁর জন্য শহীদের দোয়া করলেন।

এরপর যখন ঘোষণা হলো:

"হে আল্লাহর ঘোড়ার বাহিনী! রওনা হও!" তখন তিনিই প্রথম ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং সবার আগে শহীদ হলেন।

এরপর সংবাদ তাঁর মাকে পৌঁছলে তিনি রাসূল ﷺ–এর কাছে এলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমার ছেলের ব্যাপারে আমাকে জানিয়ে দিন। যদি সে জান্নাতে থাকে, তবে আমি আর কাঁদবো না। আর যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে, তবে আমি সারাজীবন কাঁদতে থাকবো।"

নবী ﷺ বললেন: "হে হারিসার মা, এটা কেবল জান্নাত নয়—এটা জান্নাতের জান্নাত,

আর হারিসা আছে ফিরদাউসুল আ'লা–তে।"

তখন সেই মা হেসে ফিরে গেলেন, আর বলছিলেন: "আহা! ধন্য তুমি, হে হারিসা!" [52]

قال ابن المقرب ت 563هـ: أَخْبَرَنِي وَالِدِي أَبُو مَنْصَورٍ الْمُقَرَّبُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ :أَخْبَرَنِي الْقَاضِي الشَّرِيفُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي

[52] ইমাম কালাবাজী বুখারী হানাফী, ওফাত ৩৮০ হি, বাহরুল ফাওয়াইদ, পৃ ১০১

بِاللَّهِ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَلَّافُ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَطِيةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي إِذِ اسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ :كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟، قَالَ :أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، قَالَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً

قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا.

قَالَ : أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، قَالَ :فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنُودِيَ يَوْمًا فِي الْخَيْلِ، فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ، وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتُشْهِدَ،

قَالَ :فَبَلَغَ ذَلِكَ أُمَّهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ وَلَمْ أَحْزَنْ، وَإِنْ يَكُنْ فِي النَّارِ بَكَيْتُ مَا عِشْتُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَلَكِنَّهَا جِنَانٌ، وَالْحَارِثُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، فَرَجَعَتْ وَهِيَ تَضْحَكُ وَتَقُولُ :بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا حَارِثُ

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটছিলেন, তখন এক তরুণ আনসার সাহাবী হারিসা তাঁর সামনে এলো।

নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: "হে হারিসা! তুমি কেমন সকাল করেছো?"
তিনি বললেন: "আমি সত্যিকারের মুমিন হয়ে সকাল করেছি।"
নবী ﷺ বললেন: "ভেবে বলো, কারণ প্রত্যেক কথার একটা বাস্তবতা থাকে।"
হারিসা বললেন:
"হে আল্লাহর রাসূল, আমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি রাতে জেগে ইবাদত করি, দিনে রোযা রাখি। আমি যেন আল্লাহর আরশকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।
জান্নাতবাসীদের জান্নাতে সাক্ষাৎ করতে আর জাহান্নামবাসীদের যন্ত্রণায় চিৎকার করতে দেখতে পাচ্ছি।"
নবী ﷺ বললেন:
"তুমি দেখতে পেয়েছো—এ পথেই লেগে থাকো। তুমি সেই বান্দা, যার অন্তরে আল্লাহ ঈমানের আলো ঢেলে দিয়েছেন।"
হারিসা বললেন: "দোআ করুন, আমি যেন শহীদ হই।"
নবী ﷺ তাঁর জন্য দোআ করলেন। এরপর যখন ঘোড়ার বাহিনীকে ডাকা হলো,
তিনিই প্রথম সওয়ার হলেন এবং প্রথম শহীদ হলেন।
তার মৃত্যুর সংবাদ যখন তার মা শুনলেন, তিনি রাসূল ﷺ–এর কাছে এলেন এবং বললেন:
"যদি সে জান্নাতে থাকে, আমি আর কাঁদবো না।আর যদি সে জাহান্নামে থাকে, আমি সারাজীবন কাঁদবো।"
নবী ﷺ বললেন:
"হে হারিসার মা! ওটা কেবল জান্নাত নয়—ওটা বহু জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ—
হারিসা রয়েছে ফিরদাউসুল আ'লা–তে।"

তখন মা হেসে ফিরে গেলেন আর বলছিলেন: "আহা! ধন্য তুমি, হে হারিসা!" [53]

"হে আউফ! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

روى ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ :كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ :أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً , فَمَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَمْ أَطْلُبْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا , سَهِرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ هَوَاجِرِي وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي , وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا , وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَرَفْتَ وَآمَنْتَ فَالْزَمْ

মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আনসারী থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ আউফ ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পেলেন, এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে আউফ! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

তিনি বললেন: "আমি সত্যিকারের ঈমানদার হয়ে সকাল করেছি।"

নবী ﷺ বললেন: "প্রত্যেক কথার একটি সত্যতা থাকে—তোমার কথার সত্যতা কী?"

তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি দুনিয়া থেকে বিমুখ হইনি? আমি রাতে জেগে থাকি, রোদের তাপে দিনে রোযা রাখি, যেন আমি আল্লাহর আরশ দেখতে পাচ্ছি, যেন জান্নাতবাসীদের একে অপরকে সাক্ষাৎ করতে

---

[53] ইবনুল মুকাররিব, ওফাত ৫৬৩ হি, আরবাউনা হাদীসান আন আরবাঈনা শাইখান ফী আরবাঈন, হাদিস ১৫

দেখতে পাচ্ছি,
আর জাহান্নামবাসীদের চিৎকার করতে দেখতে পাচ্ছি।"
নবী ﷺ বললেন: "তুমি সত্যিই জেনেছো ও ঈমান এনেছো—এ পথে অটল থাকো।" [54]

"হে মু'আয! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

وروى أبو نعيم في الحلية: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا دَلِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَلِيلٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللهِ تَعَالَى، قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقًا، وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ، فَمَا مِصْدَاقُ مَا تَقُولُ؟، قَالَ :يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُمْسِي، وَمَا أَمْسَيْتُ مَسَاءً قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصْبِحُ، وَلَا خَطَوْتُ خُطْوَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُتْبِعُهَا أُخْرَى، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا مَعَهَا نَبِيُّهَا وَأَوْثَانُهَا الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُقُوبَةِ أَهْلِ النَّارِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .قَالَ: عَرَفْتَ فَالْزَمْ ، انتهى

আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:
মু'আয ইবন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন।
নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "হে মু'আয! তুমি কেমন সকাল করেছো?"

[54] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস ৩০৪২৩

তিনি বললেন: "আমি আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে সকাল করেছি।"
নবী ﷺ বললেন: "প্রত্যেক কথার একটি সত্যতা ও বাস্তবতা থাকে। তোমার ঈমানের সত্যতা কী?"
মু'আয বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি যখন সকাল করি, মনে করি না সন্ধ্যা পাবো। সন্ধ্যা হলে মনে করি না ভোর পর্যন্ত বাঁচবো। আমি যখন এক পা ফেলি, ভাবি না যে দ্বিতীয় পা ফেলার সুযোগ পাবো। যেন আমি দেখছি—প্রত্যেক উম্মত তাদের কিতাবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তাদের সামনে আছে তাদের নবী এবং তাদের মূর্তিগুলো—যেগুলো তারা আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করত। আমি যেন জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"
নবী ﷺ তখন বললেন: "তুমি জেনেছো—এখন সে পথে অটল থাকো।" [55]

সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে

হাদিস ৩৭

روى البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ইবনু 'আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না, শুভ অশুভ মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। [56]

---

[55] হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড পৃ ২৪২
[56] বুখারী ৬৪৭২

ورواه مسلم: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " .

ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যারা ঝাড়ফুক করায় না, পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ মেনে চলে না, অগ্নি দাগ গ্রহণ করে না, বরং সর্বদাই আল্লাহর ওপর নির্ভর করে (তারাই)। [57]

وروى مسلم: ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ . فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ " . ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ

[57] মুসলিম ২১৮

وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ . وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ " . فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ " هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " . فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ " أَنْتَ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " .

হুসায়ন ইবনু আবদুর রহমান (রাহিমাহুমাল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনু যুবায়র এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ রাতে যে তারকাটি বিচ্যুত হয়েছিল তা দেখেছে কি? আমি বললাম, আমি দেখেছি। অবশ্য আমি রাতের সালাতে রত ছিলাম না; আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছিল। সাঈদ বললেন, দংশন করার পর তুমি কি করেছিলে? আমি বললাম, ঝাড়ফুঁক করিয়েছি। তিনি বললেন, তোমাকে এ ঝাড়ফুঁক গ্রহণে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? আমি বললাম, সে হাদীস যা আমাদেরকে শা'বী বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, শা'বী কী হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, শা'বী বুরাইদাহ ইবনু হুসায়ন আল আসলামী (রাযিঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কুদৃষ্টি বা বিচ্ছু দংশন ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঝাড়ফুঁক করানো উচিত নয়। তিনি বললেন, ভাল বলেছেন।
ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে আমার সামনে সকল নবীদের উপস্থিত করা হয়। অতঃপর তখন কোন কোন নবীকে দেখলাম যে, তার সঙ্গে ছোট্ট একটি দল রয়েছে; আর কাউকে দেখলাম, তার সঙ্গে একজন কিংবা দু'জন লোক আবার কেউ এমনও ছিলেন যে, তার সাথে কেউ নেই। হঠাৎ আমার সামনে এক বিরাট দল দেখা গেল। মনে হলো, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হল, ইনি মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তার উম্মত; তবে আপনি ওপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি ওদিকে তাকালাম, দেখি বিরাট একদল,

আবার বলা হল, আপনি ওপর দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন, (আমি ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম) এক বিরাট দল। বলা হল, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক আছে যারা শাস্তি ব্যতীত ও হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন, অতঃপর তার ঘরে চলে গেলেন।

তারা উপস্থিত সাহাবাগণ তখন এ হিসাব ও আযাববিহীন জান্নাতে প্রবেশকারী কারা হবেন? এ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কেউ বললেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা। কেউ বললেন, তারা সে সব লোক যারা ইসলামের উপর জন্মলাভ করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কোন প্রকার শিরক করেনি এবং তারা বহু জিনিসের উল্লেখ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেনঃ তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছিলে? সবাই বিষয়টি (খুলে) বললেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেনঃ এরা সে সব লোক যারা ঝাড়ফুঁক করে না বা তা গ্রহণও করে না, পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের লক্ষণ মানে না বরং সর্বদাই আল্লাহর উপর নির্ভর করে। তখন উক্কাশাহ ইবনু মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আমার জন্যে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি তাদেরই একজন থাকবে। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যেও দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরঃ এ সুযোগ লাভ উক্কাশাহ তোমার চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছে। [58]

[58] মুসলিম ২২০

وروى أحمد بسند فيه ضعف: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ آتٍ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، وَمُصِيبٌ مِنْ حَافَّاتِ الْبَوَادِي

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন:
"আমাকে এমন ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মানুষ দেওয়া হয়েছে, যারা কোনো হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মুখ হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল।
তাদের অন্তর হবে একটি অন্তরের মতো—একত্রিত, নির্মল, ঐক্যবদ্ধ।
আমি আল্লাহর নিকট আরও চাইলাম, আর আল্লাহ আমাকে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে আরও ৭০,০০০ করে বাড়িয়ে দিলেন।"
আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:
"আমি মনে করি, এই ফজিলত শহরের মানুষদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, এমনকি গ্রাম ও মরুভূমির প্রান্তিক লোকদের মাঝেও এর প্রভাব পৌঁছাবে।"[59]

অবশ্যই তাবিঈনদের মধ্যে সে লোক শ্রেষ্ঠ
হাদিস ৩৮

[59] মুসনাদ ইমাম আহমাদ, হাদিস ২২

ইমাম মুসলিম,

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَفَدُوا، إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَدْ قَالَ " **إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لاَ يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ** " .

উসায়র ইবনু জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, কুফার একটি প্রতিনিধি দল উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে আগমন করলো। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যে উওয়াইস (রাহিমাহুল্লাহ) কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এখানে কারানী গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি আছে কি? তখন সে লোকটি আসলো। এরপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে এক ব্যক্তি আগমন করবে, যে উওয়াইস নামে খ্যাত। ইয়ামানে তার মা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। সে আল্লাহর নিকট দু'আ করার পরিবর্তে আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ দূর করে দেন। কিন্তু কেবল মাত্র এক দীনার কিংবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকে। তোমাদের মাঝখান থেকে কেউ যদি তার দেখা পায় সে যেন নিজের জন্য তার নিকট মাগফিরাতের দু'আ প্রার্থনা করে।

وفي رواية عنده: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَقُولُ " **إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ** ."

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবিঈনদের মধ্যে সে লোক শ্রেষ্ঠ যে উওয়াইস নামে খ্যাত। তার একমাত্র মা আছেন এবং তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। তোমরা তার নিকট অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ কামনা করবে।

وفي رواية: عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ قَالَ نَعَمْ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " **يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " . فَاسْتَغْفِرْ لِي . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ .**

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الْكُوفَةَ . قَالَ أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ .

قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " **يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ** " . فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ

لِي . قَالَ لَقِيتَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ . فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ .
قَالَ أُسَيْرٌ وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسٍ هَذِهِ الْبُرْدَةُ

উসায়র ইবনু জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়ামানের কোন সাহায্যকারী ফৌজ তার নিকট আসত তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করতেন, তোমাদের মাঝে কি উওয়াইস ইবনু আমির রয়েছে? পরিশেষে তিনি উওয়াইসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি উওয়াইস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, মুরাদ গোষ্ঠীর কারান কাওমের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জানতে চাইলেন, তোমার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, শুধুমাত্র এক দিরহাম জায়গা ছাড়া? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্ন করলেন, তোমার মা আছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ "তোমাদের নিকট মুরাদ গোষ্ঠীর কারান বংশের উওয়াইস ইবনু আমির ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে আসবে। তার কুষ্ঠরোগ ছিল। পরে তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতীত। তার মা রয়েছেন। সে তার প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন লোক আল্লাহর উপর শপথ করে নিলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। সুতরাং তুমি যদি তোমার জন্য তার নিকট মাগফিরাতের দু'আ প্রার্থনার সুযোগ পাও তাহলে তা করবে।" কাজেই আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দুআ কামনা করুন।

তখন উওয়াইস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ প্রার্থনা করলেন। তারপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফাহ অঞ্চলে। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কুফার প্রশাসকের নিকট চিঠি লিখে দিব? তিনি বললেন, আমি বিনীত ও দারিদ্র্য-পীড়িত লোকদের মধ্যে অবস্থান

করাই পছন্দ করি। রাবী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকেদের মাঝে এক লোক হাজ্জ করতে আসলো এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে তার দেখা হলো। তখন তিনি তাকে উওয়াইস কারানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। সে বলল, আমি তাকে নিঃস দরিদ্র অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের নিকট কারান বংশের মুরাদ গোত্রের উওয়াইস ইবনু আমির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামানের একদল সাহায্যকারীর সাথে আসবে। তার ছিল কুষ্ঠরাগ। সে তা থেকে নিরাময় লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ছাড়া। তার মা আছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তার নিকট মাগফিরাতের দুআ কামনার সুযোগ পেলে তা করবে।

সে লোক উওয়াইসের নিকট এসে বলল, আমার জন্য মাগফিরাত এর দুআ কামনা করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর থেকে সবেমাত্র এসেছেন। কাজেই আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দুআ প্রার্থনা করুন। সে লোক বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ কামনা করুন। উওয়াইস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর করে এসেছেন, আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করুন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর দেখা পেয়েছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ কামনা করলেন। তখন লোকেরা তার মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত হলেন। এরপর তিনি তার সামনে চললেন। উসায়র বলেন, **আমি তাকে একটি ডোরাদার চাদর পরিয়ে দিলাম।**

অতঃপর কোন লোক যখন তাকে দেখতো তখন জানতে চাইতো, উওয়াইসের নিকট এ চাদরটি কোথেকে আসলো? [60]

নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে পারস্যের একজন মানুষের জ্ঞানের প্রতি সাক্ষ্য ঈমান, দ্বীন, ইল্ম যদি আকাশের দূরবর্তী সুরাইয়া তারকারাজির নিকট থাকত

হাদিস ৩৯

روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ " **لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ. أَوْ رَجُلٌ. مِنْ هَؤُلاَءِ** ".

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর উপর অবতীর্ণ হলো সূরাহ জুমু'আহ, যার একটি আয়াত হলোঃ

﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾

''এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি।'' তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উপর হাতে রেখে বললেন,

[60] মুসলিম ২৫৪২

ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও আমাদের কতক লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে। [61]

روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " **لَوْكَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ - حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ**

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। **দীন** যদি আকাশের দূরবর্তী সুরাইয়া তারকারাজির নিকট থাকত তবে ইরানের যে কোন লোক তা নিয়ে আসত; কিংবা তিনি বলেছেন, কোন ইরানী সন্তান তা নিয়ে নিত।[62]

روى أبو نعيم عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " : **لَوْكَانَ الْعِلْمُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ**

শাহর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি:
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"যদি **জ্ঞান** সুরাইয়া (আকাশের সর্বোচ্চ নক্ষত্র) এর সাথে সংযুক্তও থাকত, তাহলে পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক তা পৌঁছে যেত (অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করে নিত)।"[63]

কে তিনি?

ইমাম সুয়ূত্বী শাফী (ওফাত ৯১১ হি) বলেন,

---

[61] বুখারী ৪৮৯৭
[62] মুসলিম ২৫৪৬
[63] হিলয়াতুল আউলিয়া, হাদিস ৭৯১৮

قد بشر ﷺ بالإمام أبي حنيفة

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমাম আবু হানিফার আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছেন।[64]

এটাই বলেছেন ইমাম ইবনু হাজর আল-হাইতামি আশ-শাফিই (রহিমাহুল্লাহ), যিনি হিজরি ৯৭৪ সালে ইন্তিকাল করেন, তাঁর কিতাব 'আল-খাইরাতুল হাসান' গ্রন্থে।

আমি বলি,

যাঁর সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ ﷺ এ কথা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন— 'যদি দ্বীন / ঈমান / জ্ঞান সুরাইয়ার (আকাশের উচ্চতম নক্ষত্রের) কাছেও থাকত, তবুও পারস্যের একজন ব্যক্তি তা নিয়ে আসত'—

তাঁর জন্য অন্য কারও অনুমোদন বা সমর্থন লাগেনা। তিনি অনুসরণযোগ্য ইমামদের মধ্যে বেশি হকদার যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। এবং তাঁর মাযহাব অনুসৃত চার মাযহাবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, কারণ তা নবী ﷺ-এর সবচেয়ে কাছাকাছি এবং তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ যুগের একজন।

عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ. رضى الله عنهما. يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " **خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ** ". قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا " ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ".

[64] তাবয়ীদুস সাহীফা পৃ ৩২

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। ‘ইমরান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু’যুগ অথবা তিন যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। অতঃপর এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তারা হবে চর্বিওয়ালা মোটাসোটা। [65]

হাদিস ৪০
এক রাতের মধ্যে তার খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন

روى ابن ماجه: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. " الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ[66] فِي لَيْلَةٍ " . حسن

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মাহদী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা’আলা এক রাতের মধ্যে তার খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। [67]

যে পর্যন্ত না আমার আহলে বাইত-এর এক ব্যক্তি অধিপতি হবে

---

[65] বুখারী ৩৬৫০

[66] أي يُقيم أمره

[67] ইবনু মাজাহ ৪০৮৫

وروى ابن ماجه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةَ " .

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুনিয়ার একটি মাত্র দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে মহামহিম আল্লাহ সেই দিনটিকে দীর্ঘায়িত করবেন, যে পর্যন্ত না আমার আহলে বাইত-এর এক ব্যক্তি দায়লামের পাহাড় এবং কুসতুনতুনিয়ার কনস্টান্টিনোপলের অধিপতি হবে। [68]

তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ

روى الترمذي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي

قَالَ عَاصِمٌ وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরিবারের মধ্যে একজন লোক রাজাধিপতি হবে, তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ। আসিম (রাহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবূ সালিহ (রাহঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যদি পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে

[68] ইবনু মাজাহ ২৭৭৯

তার রাজত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে দিবেন।[69]

যার নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সঙ্গে হুবহু মিল হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে

+وروى أبو داود: عن عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ " . قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ " لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا " حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي " . أَوْ " مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي " . زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ " يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ " لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ .

আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি দুনিয়ার মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে তবে আল্লাহ সেই দিনকে অত্যন্ত দীর্ঘায়িত করবেন এবং আমার থেকে অথবা আমার পরিজন থেকে একজন লোক আবির্ভূত করবেন, যার নাম ও তার পিতার নাম আমার ও আমার পিতার নামের সঙ্গে হুবহু মিল হবে। সে পৃথিবীকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করবে যেরূপ তা যুলুমে পরিপূর্ণ ছিলো। আর সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসে বলেন, ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতদিন পর্যন্ত আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব না করবে, তার নাম হুবহু আমার নামই হবে।[70]

---

[69] তিরমিযী ২২৩১

[70] আবু দাউদ ৪২৮২

মাহদী অমার পরিজন থেকে ফাতিমাহর সন্তানদের থেকে

وروى أبو داود: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

উম্মু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ মাহদী অমার পরিজন থেকে ফাতিমাহর সন্তানদের বংশ থেকে আবির্ভূত হবে। [71]

একজন খলীফা হবে, সে হাত ভরে ভরে ধন-সম্পদ দান করবে, গুণে গুণে দিবে না

روى مسلم: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلاَ دِرْهَمٌ . قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَاكَ . ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لاَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلاَ مُدْيٌ . قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ . ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " **يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا** " . قَالَ قُلْتُ لأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلاَءِ أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالاَ لاَ .

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শীঘ্রই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, কি কারণে এ বিপদ সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, অনারবদের কারণে। তারা তা (খাদ্যশস্য বা দিরহাম) দেয়া বন্ধ করে দিবে। তিনি পুনরায় বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীদের নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ

[71] আবূ দাঊদ ৪২৮৪

নীরব থেকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা হবে, সে হাত ভরে ভরে ধন-সম্পদ দান করবে, গুণে গুণে দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু নাযরাহ ও আবুল আলাকে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের ধারণায় ইনি কি খলীফা উমার ইবনু 'আবদুল আযীয? তারা উত্তরে বললেন, না। [72]

روى ابن ماجه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ " يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نَعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلاَ تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মাহদী আমার উম্মাত থেকেই আবির্ভূত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অন্যথা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মাত অযাচিত প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, ইতোপূর্বে কখনো তদ্রূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে মাহদী! আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যতো প্রয়োজন নিয়ে যাও। [73]

[72] মুসলিম ২৯১৩

[73] ইবনু মাজাহ ৪০৮৩